তারিখ 17 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

সংবাদ

রৌমারীতে মাধ্যমিক শিক্ষাকর্তার দুর্নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস

ক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক

প্রতিনিধি, রৌমারী (কুড়িগ্রাম)

রৌমারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রেজাউল কবিরের নানা অনিয়ম আর ঘুষ দুর্নীতিতে ফুঁসে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ এলাকাবাসী।

জানা গেছে, রেজাউল কবির ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায়। যোগদানের পরপরই যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ রয়েছে সেখানে অর্থের বিনিময়ে ভোট ছাড়াই পকেট কমিটি প্রদান, উপবৃত্তির টাকার ভাগাভাগী, বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণে অর্থ আদায়, অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণ, প্রত্যক্ষ মদতে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সহায়তাসহ নানা অনিয়ম দুর্নীতির ফলে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে গেছে রৌমারীর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। দীর্ঘ ৬ বছর ধরে একই কর্মস্থলে অবস্থান করে শিক্ষা দপ্তরকে দুর্নীতির আখরায় পরিণত করেছেন। অর্থের পাহাড় গড়েছেন তিনি। এমন অভিযোগ করে এলাকাবাসী বিভিন্ন সময় বিক্ষোপ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। আদালতে মামলাও করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়কেও পাত্তা না দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে রয়েছে আদালত অবমাননার মামলা। তার সীমাহীন দুর্নীতির খবর সংবাদসহ একাধিক পত্রিকায় খবর প্রকাশ হলেও খুঁটির জোড়ে রয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে।

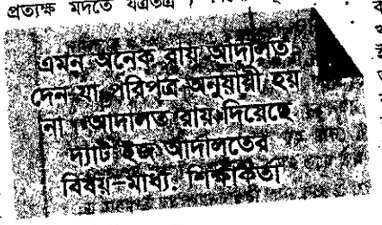

এলাকাবাসীর লিখিত অভিযোগ ও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উপজেলার ৪২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষক নিয়োগে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ঘুষবাণিজ্য করেছেন তিনি। তার অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে শিক্ষক নিয়োগ ও পরিচালনা কমিটিকে কেন্দ্র করে আদালতে ১০টি মামলা চলমান রয়েছে। ওইসব মামলায় রেজাউল কবিরও একজন আসামী। ওই কর্মকর্তার কারণে উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত যাদুরচর উচ্চ বিদ্যালয়, বকবান্দা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ও রৌমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।'

২০১৩ সালে যাদুরচর উচ্চ বিদ্যালয়ে তৎকালীন নিয়মিত কমিটি মাজেদুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। অপরদিকে আতিউর রহমান নামে এক জুনিয়র শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন এ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা। এ নিয়ে ২০১৩ সালে বিষয়টি নিয়ে নিম্ন আদালত- সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত মামলায় গড়ায়। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যায় এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপিঠটি। কাগুজে ৪শ'র বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি থাকলেও স্কুলে উপস্থিতি ২৮- ৩০ জন। এমন অবস্থায় এ স্কুলের আধা কিলোমিটারের মধ্যে গড়ে উঠে ৬টি প্রাইভেট স্কুল। এখানকার শিক্ষার্থীরা মূলত এসব প্রাইভেট স্কুলেই পড়াশুনা করে থাকেন। এক পর্যায়ে ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই প্রধান বিচারপতির নেতৃতাধীন ৪ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সহকারী শিক্ষক আতিউর রহমান এর করা আপিল আবেদন চূড়ান্তভাবে খারিজ করে দেন এবং মাজেদুল ইসলামকে যাদুরচর হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে রায় দেন। সর্বোচ্চ আদালতের এ রায়কেও মানতে নারাজ এ কর্মকর্তা। সর্বোচ্চ আদালতের রায়কেও সম্মান না দিখিয়ে রেজাউল কবির বলেন, 'এমন অনেক রায় আদালত দেন যা পরিপত্র অনুযায়ী হয় না। আদালত রায় দিয়েছে দ্যাট ইজ আদালতের বিষয়।' আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় কুড়িগ্রাম সহকারী জজ আদালতে তার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে একটি মামলা চলছে। এ বিষয়ে চার্জ গঠন হয়েছে। ২৪ মার্চ স্বাক্ষ্য গ্রহণ ও আদেশ দেয়ার কথা রয়েছে।